ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ০৯/০১/২০১৮ ।।

জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের নব নির্মিত পাকা ভবনের উদ্বোধন

জিরানীয়া, ৯ জানুয়ারী ।। নগর উন্নয়ন মন্ত্রী মানিক দে গতকাল এক অনুষ্ঠানে জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের নব নির্মিত পাকা ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। উদ্বোধকের ভাষণে নগর উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, জন সংখ্যার দিক দিয়ে জিরানীয়া একটি বর্ধিষ্ণু এলাকা। নানা কারণে জিরানীয়ার গুরুত্ব বাড়ছে। তিনি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা বেড়েছে। এজন্য রাণীরগাঁও দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এ বছর প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি মাধ্যমে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষা হল রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র। পাশাপাশি জিরানীয়া এলাকায় পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। ব্লক চৌমুহনীতে একটি মার্কেট স্টল নির্মাণ হওয়ায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সুবিধা হয়েছে। এ সব উন্নয়ন জনগণের সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি পরিষেবার মানকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন অমিতা দত্ত(মজুমদার), নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা অনিন্দ্য ভট্টাচার্য ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সুপারিন্টেডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার ক্ষুদিরাম ত্রিপুরা। স্বাগত ভাষণ রাখেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের কার্যনির্বাহী আধিকারিক ত্রিদিপ সরকার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জয় দাস, জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুচিত্রা দেবনাথ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রদীপ দেবনাথ। উল্লেখ্য, নগর পঞ্চায়েতের এই পাকা ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। এই নব নির্মিত ভবনে ১টি কনফারেন্স হল সহ মোট ২২টি কক্ষ রয়েছে।

পশ্চিম তেলিয়ামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এম জি এন রেগায় উন্নয়ন কর্মসূচি

তেলিয়ামুড়া, ৯ জানুয়ারী ।। এম জি এন রেগায় তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম তেলিয়ামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়িত হয়েছে। রূপায়িত হয়েছে ৪৬টি কর্মসূচি। কর্মসূচীগুলির মধ্যে রয়েছে নালা সংস্কার ও জমি সমতলকরণ। এতে ব্যয় হয়েছে ২৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৯৩৮ টাকা। কর্মসংস্থান হয়েছে ১৬ হাজার ৬৯ শ্রম দিবসের।

গামাইবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে এম জি এন রেগায় রাস্তা সংস্কার

তেলিয়ামুড়া, ৯ জানুয়ারী ।। তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের গামাইবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে এম জি এন রেগায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়িত হয়েছে। রূপায়িত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ১০টি গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার ও ৪টি নালা সংস্কার। এতে ব্যয় হয়েছে ১২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩২৯ টাকা। কর্মসংস্থান হয়েছে ৭ হাজার ৮৬ শ্রমদিবসের। গামাইবাড়ী পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চের উদ্বোধন

কৈলাসহর, ৯ জানুয়ারী ।। ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে গত ৭ জানুয়ারী শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক দুদিনের কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ। উদ্বোধকের ভাষণে শ্রীমতি দেবনাথ বলেন, মা-বাবা ও শিক্ষকের কাছে বড় সম্পদ তাঁদের সন্তান ও ছাত্র-ছাত্রী। মেয়েরা অর্ধেক আকাশ। তাই কিশোরীরাও দেশের বড় সম্পদ। তাদের শিক্ষিত করা ও সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি বলেন, কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চের অনুষ্ঠান এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মনীষ সাহা বলেন, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক কল্যাণ দত্ত পুরকায়স্থ। আলোচনায় অংশ নেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক শ্যামল দাস। উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল আনোয়ারা বেগম। দুঞ্চদিনের কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চের জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠানে জেলার ৪২টি স্কুল থেকে ২১০ জন ছাত্র ও ৪২ জন গাইড শিক্ষক অংশ নিয়েছেন।

গছিরাম পাড়ায় ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের উদ্বোধন

কাঞ্চনপুর, ৯ জানুয়ারী ।। কাঞ্চনপুর মহকুমার গছিরাম পাড়া হাই স্কুলে এই শিক্ষাবর্ষ থেকে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের সূচনা হয়েছে। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে এই ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের উদ্বোধন করেন বিধায়ক রাজেন্দ্র রিয়াং। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেন্দ্র রিয়াং, স্কুলের এস এম সির চেয়ারম্যান মহিন্দ্র রিয়াং, স্কুলের প্রধান শিক্ষক পূর্ণিরাম রিয়াং প্রমুখ। উল্লেখ্য গছিরাম পাড়া ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশোনার সুযোগ পাবে।

লালজুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দিবা-রাত্রি স্বাস্থ্য পরিষেবা

কাঞ্চনপুর, ৯ জানুয়ারী ।। কাঞ্চনপুর মহকুমার লালজুরি প্রাথমিক হাসপাতালে দিবা-রাত্রি স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু হয়েছে। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন বিধায়ক রাজেন্দ্র রিয়াং। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এম ডি সি ললিত দেবনাথ, মাকোমছড়া ভিলেজের চেয়ারম্যান শান্তিলক্ষ্মী চাকমা, উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শংকর দাস এবং মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সমীর চক্রবর্তী। লালজুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দিবা-রাত্রি স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু হওয়ার লালজুরি ও জয়শ্রী এলাকার জনগণ উপকৃত হবেন।

বিশালগড়ে লোক সংস্কৃতি সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত

বিশালগড়,০৮ জানুয়ারী ।। বিশালগড় আর্ট সোসাইটি ও কিশোর মহলের উদ্যোগে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে গতকাল লোক সংস্কৃতি সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, লোক সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে এই ধরণের উদ্যোগ সময়োপযোগী। রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি রক্ষায় ও প্রসারে গত ২ বছর ধরে গ্রামে গ্রামে গ্রাম ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব করেছে। এতে প্রায় ৩০ হাজার গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন বয়সের শিল্পীরা অংশ নিয়েছেন। সরকারের মূল উদ্দেশ্য এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে নব প্রজন্মের কাছে নিজেদের সংস্কৃতিকে মেলে ধরা। নব প্রজন্মের সুস্থ বিকাশের জন্য সবাই মিলে এই প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দীপক পাল, রাউতখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষ্মীরাণী কর্মকার এবং উপপ্রধান স্বপন দাস। সভাপতিত্ব করেন গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

ঘনিয়ামারায় সাংস্কৃতিক কর্মশালার সমাপ্তি

বিশালগড়,০৮ জানুয়ারী ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ঘনিয়ামারা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত ৭দিনব্যাপী জারিসারি বিষয়ক সাংস্কৃতিক কর্মশালা গতকাল শেষ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। তিনি বলেন, লোক সংস্কৃতিকে রক্ষা, পুনরুজ্জীবিত ও সম্প্রসারিত করতে এই ধরণের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতির একটি অন্যতম সংস্কৃতি হলো ইসলামিক সংস্কৃতি। ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের নতুন প্রজন্মকে তাদের সংস্কৃতিকে অনুশীলন ও চর্চায় উৎসাহিত করে তুলতেই এই ধরণের কর্মশালার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তনু দত্ত মজুমদার। স্বাগত ভাষণ দেন বিশালগড় মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক। ৭দিনের এই কর্মশালায় ঘনিয়ামারা এলাকার ৩০ জনকে জারি নৃত্য, সারি নৃত্য, বিয়ের গান, কাওয়ালী, মুর্শীদি, মারফতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও এই কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে আবৃত্তিরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ২২ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশালগড়ে যোগা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

বিশালগড়,০৮ জানুয়ারী ।। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী ও যুবকদের তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শরীর চর্চা দরকার। আমরা চাই উন্নয়নের পাশাপাশি একটা সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠন হোক। সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনে যুবক যুবতীদের সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন দরকার। আজ বিশালগড় মহকুমার রাস্তারমাথাস্থিত যোগা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নব নির্মিত দ্বিতল ভবনের উদ্বোধকের ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী একথা বলেন। যোগা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির দ্বিতল পাকা বাড়ি নির্মাণে বি এ ডি পি-তে ব্যয় হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী বলেন, রাজ্য সরকারের লক্ষ্যই ছিল গ্রামে গঞ্জেও উন্নয়নের এই ক্ষেত্রটিকে সফলভাবে রূপায়ণ করা। বিশেষ অতিথির ভাষণে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরউদ্দীন আহমেদ বলেন, ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের স্বার্থে জেলা স্তরেও বড় আকারে এই ধরণের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। অন্যান্যদের মধ্যে ভাষণ রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দুলন সরকার (হাজারী), যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের স্টেট যোগা কো-অর্ডিনেটর যিশু চক্রবর্তী প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশালগড় মহকুমা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া আধিকারিক বিপ্লব কুমার দেব। যোগা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন শেষে মন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা এখানে ১ মাস ব্যাপী নির্বাচিত শারীর শিক্ষকদের একটি যোগা প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করেন।

পশ্চিম জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৪৪ ধারা

আগরতলা,০৮ জানুয়ারী ।। জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কায় পশ্চিম জেলার জেলাশাসক পশ্চিম জেলার অন্তর্গত সদর, মোহনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৫০০ মিটারের মধ্যে মানুষ এবং যানবাহন চলাচলের উপর কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। সি আর পি সির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এই বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। রাত ৮টা থেকে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে। তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এবং সরকারী কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত সামরিক, আধা সামরিক ও রাজ্য পুলিশের সদস্যগণ এবং তাদের ব্যবহৃত গাড়ী, পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার এবং সদর ও মোহনপুরের মহকুমা শাসকের বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন এমন ব্যক্তি এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। ৪ জানুয়ারী ২০১৮ থেকে এই আদেশ কার্যকরী হয়েছে এবং তা ৩রা এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

উত্তর জেলা ভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

ধর্মনগর,০৮ জানুয়ারী ।। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চের অনুষ্ঠান গতকাল শেষ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের এই কর্মসূচি গত ৬ জানুয়ারী ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে শুরু হয়। সেদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিজিতা নাথ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস। এই অনুষ্ঠানে উত্তর জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ৪৬৫ জন কিশোরী অংশ নেয়। জেলার মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পাঠরত কিশোরীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় সংগীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি, অঙ্কন বিষয়ে কর্মশালা ও প্রদর্শনী। এছাড়া হয়েছে খেলাধূলা, রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন ইত্যাদি।

২ দিনের অনুষ্ঠানে কিশোরীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের সুযোগ বৃদ্ধি, বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান-এর গুরুত্ব, নারী সংরক্ষণ বিল এবং এর প্রতিবন্ধকতা, অপরিণত বয়সে মেয়েদের বিবাহ এবং এর ক্ষতিকারক দিক, বয়ঃসন্ধিকালের বিভিন্ন সমস্যা এবং এর প্রতিকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন প্রধান শিক্ষক মিন্টু দাস, আইনজীবী বিথিকা নাথ, প্রধান শিক্ষিকা সুজাতা পাল চৌধুরী, ধর্মনগর পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি উমা মিত্র (চক্রবর্তী) এবং প্রধান শিক্ষিকা শিউলী শর্মা প্রমুখ। এছাড়া যোগাসন এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে কর্মশালারও আয়োজন করা হয়।

জেলা ভিত্তিক এই অনুষ্ঠান থেকে ২৫ জনের এক কিশোরী দল নির্বাচন করা হয়, যারা রাজ্য ভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চের অনুষ্ঠানে অংশ নেবে।

ত্রিপুরার বিঝু নৃত্য দল নয়াদিল্লীর পথে

আগরতলা,০৮ জানুয়ারী ।। আগামী ২৬ জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবসে এবারও ত্রিপুরার ট্যাবলু নয়াদিল্লীতে মূল প্যারেডে প্রদর্শিত হবে। এবার ত্রিপুরার থিম রাজ্যের হস্তকারু শিল্প। ট্যাবলুর উপরে প্রদর্শিত হবে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী বিঝু নৃত্য। এই দলটি কাঞ্চনপুরের। ট্যাবলু প্রদর্শনীতে অংশ নিতে বিঝু নৃত্য দলটি আজ নয়াদিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। আগামী ১১ জানুয়ারী থেকে তারা মহড়ায় অংশ নেবেন।

১৩-১৪ জানুয়ারী সোনামুড়ার বটতলীতে পৌষ মেলা

সোনামুড়া, ৮ জানুয়ারী ।। অন্যান্য বছরের মত এ বছরও ১৩ ও ১৪ জানুয়ারী নলছড় আর ডি ব্লকের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায় সোনামুড়ার বটতলীতে দুই দিনব্যাপী পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ১৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। সম্প্রতি এ উপলক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় বটতলী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে। সভায় সভাপতিত্ব করেন নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পরিতোষ দাস। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন চন্দ্র দাস, সোনামুড়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বাবুল দাস, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ এবং জমাতিয়া হদার কর্মকর্তাগণ। সভায় মেলাকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পরিতোষ দাসকে চেয়ারম্যান ও এডিসি-র মোহনভোগ জোনালের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বানীসিং দেববর্মাকে আহ্বায়ক করে একটি মূল কমিটি ও চারটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ধলাই জেলায় রিয়াং সম্প্রদায়ের কলেজে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি

আমবাসা, ৮ জানুয়ারী ।। ধলাই জেলায় দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের ৪৪ জন রিয়াং সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীকে ১০ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। কলেজে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের এই বৃত্তি দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ধলাই জেলা টি আর পি এবং পিজিটি কার্যালয় থেকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়। এজন্য ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। জেলা টি আর পি এবং পিজিটি দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আগামীকাল বেহালাবাড়ীতে নব নির্মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন

খোয়াই, ৮ জানুয়ারী ।। তুলাশিখর ব্লকের বেহালাবাড়ীতে আগামীকাল হেমন্ত দেববর্মা স্মৃতি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নব নির্মিত দালান ভবনের উদ্বোধন হবে। উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা আনুষ্ঠানিক ভাবে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত, এম ডি সি গুরুপদ দেববর্মা। সভাপতিত্ব করবেন বেহালাবাড়ী ভিলেজের চেয়ারম্যান সতীবালা দেববর্মা।

সংবাদ সংশোধন

আগরতলা, ৮ জানুয়ারী ।। গত ৭ জানুয়ারী,২০১৮ ইং স-৩৪৬১ মা মোহিনী ত্রিপুরা মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম জেবি স্কুলের উদ্বোধন শীর্ষক সংবাদের প্রথম লাইনে ৫ জানুয়ারী-র স্থলে ৪ জানুয়ারী পড়তে হবে।

তেলকাজলায় এম জি এন রেগায় কাজ

সোনামুড়া,০৮ জানুয়ারী ।। মোহনভোগ ব্লকের তেলকাজলা পঞ্চায়েতে এম জি এন রেগায় ১৪ জন কৃষকের কৃষি জমি সমান করে দেয়া হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ২২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। এতে ১২ হাজার ৫০৫টি শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। এই পঞ্চায়েতে গত অর্থ বছরের বরাদ্দ অর্থে ১১৬টি পরিবারকে বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগার নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। তারমধ্যে ১০৮টি পরিবার বি পি এল ভুক্ত এবং ৮টি পরিবার এ পি এল ভুক্ত।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে এই পঞ্চায়েতের আটটি দরিদ্র পরিবারকে ব্রয়লার মুরগি পালনের জন্য প্রতি পরিবারে ৩ হাজার ৭৫০ টাকা করে সহায়তা দেয়া হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

উদয়পুরে ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

উদয়পুর,০৮ জানুয়ারী ।। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভোটদান সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী ১২ জানুয়ারী দক্ষিণ বাগমা এইচ এস স্কুলে, শালগড়া এইচ এস স্কুলে, গর্জিমুড়া এইচ এস স্কুলে, ১৫ জানুয়ারী গর্জি এইচ এস স্কুলে, চন্দ্রপুর এইচ এস স্কুলে, চন্দ্রপুর কলোনী এইচ এস স্কুলে ও মাতাবাড়ী এইচ এস স্কুলে, ১৬ জানুয়ারী নোয়াবাড়ী এইচ এস স্কুলে, রাইয়াবাড়ী এইচ এস স্কুলে, জলেমাবাড়ী এইচ এস স্কুলে, ১৭ জানুয়ারী কাকড়াবন এইচ এস স্কুলে, পালাটানা এইচ এস স্কুলে ও জামজুরি এইচ এস স্কুলে, ১৮ জানুয়ারী তুলামুড়া এইচ এস স্কুলে, মির্জা এইচ এস স্কুলে ও গঙ্গাছড়া এইচ এস স্কুলে, ১৯ জানুয়ারী নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে, জেলা পলিটেকনিক কলেজে ও পিত্রা এইচ এস স্কুলে, ২৫ জানুয়ারী উদয়পুর রাজর্ষি হলে, হরিয়ানন্দ এইচ এস স্কুল, উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কে বি আই স্কুল, রমেশ এইচ এস স্কুল, খিলপাড়া এইচ এস স্কুল, গকুলপুর কলোনী এইচ এস স্কুল এবং ত্রিপুরা সুন্দরী এইচ এস স্কুলে ভি ডি ও প্রদর্শনী, আলোচনা এবং নাটকের মাধ্যমে ভোটদান সম্পর্কে সচেতন করা হবে। ঐ দিনই রাজর্ষি হলে ভোটার দিবস অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা : উদয়পুর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

উদয়পুর,০৮ জানুয়ারী ।। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে আজ উদয়পুর কে বি আই স্কুলে এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্পের সময়ে নিজেকে ও অন্যদের রক্ষায় সাহায্য করা ইত্যাদি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করা হয়। শিবিরে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য এবং ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। কর্মশালায় বিপর্যয়ের পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কার্য কিভাবে সম্পন্ন করা হয় তা হাতে কলমে দেখানো হয়।

বিশালগড়ে যাত্রা উৎসব শুরু

বিশালগড়, ৬ জানুয়ারী ।। তিনদিন ব্যাপী বিশালগড় যাত্রা উৎসব গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। সমকাল নাট্য সংস্থার উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় কড়ইমুড়া ছায়ানট প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, যাত্রাপালা শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়। লোকশিক্ষারও একটি শক্তিশালি মাধ্যম যাত্রা। আমাদের সংস্কৃতির এই মাধ্যমটি হারিয়ে যেতে বসেছে। তিনি বলেন, যাত্রা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে। মহকুমা, জেলা ও রাজ্যস্তরেও যাত্রা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে সুস্থ সমাজ গঠনে সচেতনতার প্রসার ঘটে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরউদ্দীন আহমেদ বলেন, সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষকে শিক্ষিত, সচেতন করতে যাত্রাপালা একটি অন্যতম মাধ্যম। সুস্থ সমাজ গঠনে যাত্রাপালা সুন্দর ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। অন্যান্যদের মধ্যে ভাষণ রাখেন সমকাল নাট্য সংস্থার সভাপতি প্রবীর চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ রাখেন সংস্থার সম্পাদক রঞ্জিত সাহা। সভাপতিত্ব করেন প্রভুরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ইলিয়াস রহমান। ৩ দিন ব্যাপী এই নাট্য উৎসবের প্রথম দিন নীলকণ্ঠ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত এবং মনিকা ভৌমিক ও তনুজা রায় নির্দেশিত দেবী সুলতানা যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয়।

সোনামুড়া মহকুমার ৪টি বিধানসভা ক্ষেত্রে মোট ভোটার ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৩৭ জন

সোনামুড়া, ৬ জানুয়ারী ।। গতকাল প্রকাশিত চুড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুসারে সোনামুড়া মহকুমার চারটি বিধানসভা ক্ষেত্রে মোট ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৩৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ৮৪ হাজার ৬১৩ জন এবং মহিলা ভোটার রয়েছেন ৭৮ হাজার ৬২৪ জন। খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ হাজার ৭৩০ জন। সোনামুড়া মহকুমা নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে ২০-বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুসারে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৭ হাজার ৭০৩ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৯ হাজার ৪০৫ জন এবং মহিলা ভোটার ১৮ হাজার ২৯৮ জন। ২১-নলছড় (তপশিলী জাতি সংরক্ষিত) বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৪১ হাজার ৪৭৪ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২১ হাজার ৬১০ জন এবং মহিলা ভোটার ১৯ হাজার ৮৬৪ জন। ২২-সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৪০ হাজার ৩৩২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২০ হাজার ৮৪৪ জন এবং মহিলা ভোটার ১৯ হাজার ৪৮৮ জন। ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৪৩ হাজার ৭২৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২২ হাজার ৭৫৪ জন এবং মহিলা ভোটার ২০ হাজার ৯৭৪ জন।